মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২১/২২ অর্থবছরের (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের) ৯ম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ০৬-০৩-২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ (লেভেল-১৩)
উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	গত সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়ীকরণ	২০-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	২০-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২।	আলোচ্য বিষয় অনর্ভূক্তি	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচীতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	পরবর্তি সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩।	মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে	(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন	১। (প্রশাসন ও উন্নয়ন) (প্রধান সমন্বয়কারী) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ০২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকদের কোভিড-১৯ টিকা রেজিস্ট্রেশনে সহায়তার জন্য ২৩ টি জেলা কার্যালয়ে স্থাপিত হেল্পডেস্কের কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী চলমান রয়েছে (জেলাভিত্তিক অগ্রগতি সংযুক্ত)। মহাপরিদর্শক বলেন যে, নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত জেলা কার্যালয়সমূহে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজিত হলেও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় সেবাপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলাসমূহে পুনরায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করে শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও টিকা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন অবশ্যই প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে রোপিত বৃক্ষসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে।	(প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৫। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ
৪।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	LIMA সাপোর্ট টিমের সদস্য শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া জানান যে, LIMA সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতাসমূহ ইতোমধ্যে নিরসন করা হয়েছে। এর ফলে LIMA-এর মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সহজতর হবে। উপমহাপরিদর্শক (ময়মনসিংহ) জানান যে, LIMA-এর মাধ্যমে প্রদানকৃত লাইসেন্স প্রিন্ট করলে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এর স্থলে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০১৬" মুদ্রিত হয় যা সংশোধন করা প্রয়োজন। মহাপরিদর্শক বলেন যে, LIMA অ্যাপ্লিকেশনটির আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম শেষ হওয়ায় অধিদপ্তর কর্তৃক শতভাগ লাইসেন্স LIMA-এর মাধ্যমে প্রদান এবং নবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, LIMA সাপোর্ট টিম আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে LIMA-এর মাধ্যমে মুদ্রণকৃত লাইসেন্স-এ "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০১৬" সংশোধনপূর্বক "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে সাধারণ শাখা হতে অনতিবিলম্বে LIMA সাপোর্ট টিমকে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) LIMA সাপোর্ট টিম আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে LIMA-এর মাধ্যমে মুদ্রণকৃত লাইসেন্স-এ "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০১৬" সংশোধনপূর্বক "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে সাধারণ শাখা অনতিবিলম্বে LIMA সাপোর্ট টিমকে পত্র প্রেরণ করবে। (খ) LIMA এর মাধ্যমে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান করতে হবে। (গ) পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। (ঘ) LIMA-র মাধ্যমে পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ)সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তথ্য LIMA-য় অন্তর্ভূক্ত-করণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। LIMA সাপোর্ট টিম বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (চ) LIMA অ্যাপ্লিকেশন আপগ্রেডেশনের বিষয়ে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। LIMA সাপোর্ট টিম ০৫। জনাব রাশেদুল আলম, শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			(ছ) RTM-এর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি মনিটর করতে হবে। (জ) পরবর্তী সভায় LIMA সাপোর্ট টিমকে উপস্থিত থাকতে হবে।	
৫।	হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি	সভায় উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন নাম্বারটি অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি হেলপলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য (২০২১-২২ অর্থবছরের) সভায় উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-০২) । তিনি আরও জানান যে, হেল্পলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সুস্পষ্ট বিবরণীসহ লিপিবদ্ধ করার জন্য হেল্পলাইনে নিযুক্ত শ্রম পরিদর্শকগণকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য তথ্য প্রত্যেক মাসের শেষে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করবেন।	(ক) শ্রমিকদের নিকট প্রচারণার মাধ্যমে হেল্পলাইনের ব্র্যান্ডিং অব্যাহত থাকবে। (খ) আইন অনুযায়ী সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করে প্রতি মাসের শেষে রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। আইসিটি সেল
৬।	শিশুশ্রম নিরসন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (জুলাই/২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২২) পর্যন্ত ২৫৬৭ জন শিশুকে শ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে **(জেলাভিত্তিক প্রতিবেদনঃ সংযুক্তি-০৩)** । উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) সভাকে জানান যে, শিশুশ্রম নিরসনে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ১৮ (আঠার) টি কারখানা অদ্যাবধি পরিদর্শন করা হয়েছে। শিশশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্পের DPP প্রণয়নের অগ্রগতি জানতে চাইলে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মনছুর বিল্লাল জানান, শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু RADP তে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এই বিষয়ে মহাপরিদর্শক মহোদয়, মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অত্র অধিদপ্তরের প্রকল্প শাখার কর্মকর্তাগণের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পটি ADP তে	(ক) প্রতি মাসে কতজন শিশু শ্রম নিরসন হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করতে হবে। প্রতিবেদনে শ্রম হতে প্রত্যাহারকৃত শিশুর বিস্তারিত বিবরণ **(মোবাইল নাম্বারসহ অন্যান্য সকল তথ্য)** উল্লেখ করতে হবে। (খ) প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প সেল কর্তৃক শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়নের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে তৈরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের স্টাফ মিটিং এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)

চলমান পাতা- ০৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মে/২০২২ মাসে পুনরায় প্রেরণ করা হবে। এছাড়া ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী মেগা প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে মন্ত্রনালয়ের অধীনে ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকার নিম্নে একটি ফিজিবিলিটি প্রজেক্ট নেয়া যেতে পারে। মন্ত্রণালয়ে ফিজিবিলিটি প্রজেক্টটি প্রেরণের নিমিত্ত ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, স্বাস্থ্য শাখার কর্মকর্তাগণ কাজ করে যাচ্ছেন। মহাপরিদর্শক বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার কার্যক্রমটি ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। কেরীগঞ্জ এলাকায় শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহাকারে সম্পন্ন করতে হবে। একইসাথে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিরসণকৃত শিশুশ্রমের প্রমাণক দাখিলের পূর্ণাঙ্গ তথ্য মোবাইল নাম্বারসহ প্রেরণ করতে হবে।	২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা, ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৭।	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ এপিএ চুক্তি মোতাবেক, দপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সন্তোষজনক (অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত) হলেও নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরির্শকগণকে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি আরও জানান যে, লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে প্রধান কার্যালয়ের এপিএ টিম কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের সকল সূচকে অবশ্যই সকল জেলা কার্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং পরবর্তী সকল সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের ন্যায় সকল জেলা কার্যালয়ের এপিএ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এপিএএমএস সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, জেলা কার্যালয়ে এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা দেখা দিলে আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	(ক) ২০২১-২২অর্থবছরের APA চুক্তি অনুযায়ী সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) APA সংক্রান্ত মাসিক রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। (গ) **২০২১-২২ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা আগামী ৩১ মে, ২০২২ এর মধ্যে ১০০% অর্জন করতে হবে।** (ঘ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে তা প্রধান কার্যালয়কে জানাতে হবে। (ঙ) প্রধান কার্যালয়ের APA টিমকে প্রতিমাসে সভা করতে হবে। (চ) সকল জেলা কার্যালয়ে এপিএএমএস সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। APA ফোকাল কর্মকর্তা ও APA টিম

চলমান পাতা- ০৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৮।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সকল উপমহাপরিদর্শকগণ সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে রিসোর্স পার্সনকে আমন্ত্রণ জানালে প্রশিক্ষণটি আরো সাফল্যমন্ডিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	(ক) APA সহ শুদ্ধাচার এবং ইনোভেশন কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। (খ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এবং "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫"-এর বিভিন্ন অধ্যায় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (গ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান কার্যালয়ের রিসোর্স পার্সনদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। প্রশিক্ষণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫। **SDG বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
৯।	বাজেট বরাদ্দ	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অনুকূলে বাজেট যথাযথভাবে **PPA-২০০৬** এবং **PPR-২০০৮** অনুসরণপূর্বক খরচ করার বিষয়ে মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট সরকারি অনুশাসন মোতাবেক খরচ করতে হবে। **২। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম এ বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মনিটরিং টিম উপস্থাপন করবেন।**	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১০।	RMG কারখানার সংস্কার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে জানান যে, সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানার সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণের জন্য সকল জেলা কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এসংক্রান্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, সাবাব ফেব্রিক্সের সংস্কার বিষয়ক কার্যক্রম এস্কেলেশন প্রটোকল অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে।	(ক) টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করে সরেজমিন পরিদর্শনসহ তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। (খ) সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানার সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করবেন। (গ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ

চলমান পাতা- ০৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। (ঙ) আইএলও'র IA প্রজেক্টের মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৭ জন প্রকৌশলীর কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) তদারক করবেন। (চ) সরকারি উদ্যোগের আওতায় সকল কারখানার সংস্কার সম্পর্কিত তথ্য সেইফটি শাখা সংগ্রহ করবেন।	
১১।	রেড কারখানা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রেড কারখানা/বিল্ডিং ছাড়াও এম্বার ক্যাটাগরির কোন ভবনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু থাকলে বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ অব্যাহত রাখতে হবে। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(ক) রেড কারখানাগুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। এবিষয়ে প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (গ) ঝুকিপূর্ণ কারখানাসমূহে বিপদজনক/ঝুকিপূর্ণ সাইন বা অন্যান্য প্রচলিত সাইন প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ সিটি কর্পোরেশন/প্রযোজ্য সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২।উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১২	ইনোভেশন কার্যক্রম	ক) **উদ্ভাবনী ধারণা:** কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত ঝুঁকি স্ব-মূল্যায়নের জন্য একটি ওয়েবসাইট 'ডাইফ OSH ই-টুল' বাস্তবায়নের অফিস আদেশ ০৯-০২-২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১৬-০৩-২০২২)। ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান আছে। মার্চ/২০২২ এর মধ্যে অধিদপ্তরের তথ্যবাতায়নের ওয়েবসাইটটির	(ক) পরবর্তি সভায় বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (খ) সকল জেলা কার্যালয় নিজ নিজ অফিসে অন্তত একটি করে ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম

চলমান পাতা- ০৭

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		লিংক যুক্ত করা হবে। **সেবা সহজীকরণ:** লিমার মাধ্যমে অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল নম্বর দিয়ে লিমাতে নিবন্ধন, অনলাইনে লাইসেন্স ফী প্রদান, লাইসেন্স এর সফটকপি ডাউনলোড, লে-আউট প্লান অনুমোদন, ই-নথির সাথে ইন্টিগ্রেশন সুবিধাগুলো যোগ করা হয়েছে। লিমা সাপোর্ট টিমের তত্ত্বাবধানে ইউজার টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। ডাইফের পক্ষ থেকে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে (টেকনোভিস্তা) ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। ০৯-০২-২০২২ তারিখে সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ২৫-০২-২০২২)। **সেবা ডিজিটাইজেশন:** লিমার মাধ্যমে কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠনের তথ্য এবং সেফটি কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের সেবাটি সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করা হয়েছে। এছাড়াও লিমার OSH module এর মাধ্যমে কারখানা/প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্ঘটনা ও পেশাগত আঘাতের নোটিশ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ, বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ প্রেরণ, দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার সংরক্ষণ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ, পেশাগত ও বিষক্রিয়াজনিত ব্যধির নোটিশ প্রেরণ – ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করা হয়েছে। লিমা সাপোর্ট টিমের তত্ত্বাবধানে ইউজার টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। ডাইফের পক্ষ থেকে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে (টেকনোভিস্তা) ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। ৩০-১২-২০২১ তারিখে সেবা ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ৩০-১২-২০২১)। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা কার্যালয়কে অন্তত ০১ (এক) টি করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ (ইনোভেশন আইডিয়া) গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	গ্রহণ করবেন। (গ) প্রতিটি কার্যালয় তাদের গৃহীত ইনোভেশন আইডিয়ার তালিকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তি সভার পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের নিকট দাখিল করবেন। (ঘ) প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম প্রতিমাসে ০১ টি করে সভা করবেন এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন। (ঙ) প্রতিটি কার্যালয়ের অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ণ প্রতিবেদন দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (চ) প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম অতিদ্রুত বিধিমতে বৈদেশিক সফরের আয়োজন করবে।	
১৩	ই-ফাইলিং	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৪	নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রধান কার্যালয় আগাঁরগাও স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন।	(ক) সকল নতুন ভবন অধিদপ্তরের নিজ নামে অধিগ্রহণ করতে হবে। (খ) আগারগাঁও, ঢাকায়	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৮

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য আগারগায়ে ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
১৫	অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন	আইএলও কনভেনশন-৮১ মোতাবেক, সভায় উপস্থিত সকল সদস্য অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** করা যায় মর্মে একমত পোষণ করেন।	অধিদপ্তরের পরিবর্তিত নাম হিসাবে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** নামটি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৬	SDG	SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, SDG বাস্তবায়ন বিষয়ক খসড়া কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। অদ্যাবধি ১১টি জেলায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও ১২টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হবে।	SDG বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট টিমের কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩) উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪) SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা
১৭	দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	যুগ্মমহাপরিদর্শক(সেফটি) বলেন যে, কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধি মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই দায়ীদের দোষ-ত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে বলা হয়। তিনি আরও জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাস পর্যন্ত ১০৮ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অর্থের পরিমাণ ১.৫৮ কোটি টাকা। নিহত ও আহত সকল তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ তাঁদের মতামত উল্লেখ করবেন। সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দ্রুত সম্ভব অবহিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে অনুরোধ করা হয়।	(ক) কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক আহত-নিহত হলে আইন ও বিধিমতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিক ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যদি দোষ-ত্রুটি/অবহেলা থাকে তা উল্লেখ করতে হবে। (গ) শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। (ঘ) দূর্ঘটনা প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়কে অবগত করতে হবে। (ঙ) পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (চ) আইন ও বিধি মোতাবেক দূর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিক বা শ্রমিকের পরিবারকে	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৯

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। (ছ) দূর্ঘটনা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১৮	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে খরচ করতে অনুরোধ করেন। উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব-স্ব কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেল/স্কুটি সচল রাখবেন এবং যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও কোন মটর সাইকেল/স্কুটি অব্যহৃত রাখা যাবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	সরকারি অর্থ, পিপিএ এবং পিপিআর ও আর্থিক নিয়মাচার অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সাথে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৯	শ্রম অসন্তোষ	সকল উপমহাপরিদর্শকগণ তাঁদের নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে সাথে সাথে মালিক/শ্রমিকসহ পুরো টিম বসে তা নিরসন করতে হবে। প্রয়োজনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	(ক) সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন এবং প্রতিমাসে রির্পোট প্রদান করবেন। (খ) শ্রম অসন্তোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি মহাপরিদর্শক/প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২০	পরিদর্শন সংক্রান্ত	মহাপরিদর্শক, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। কোন কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রাখা যাবে; এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। (খ) প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শনের তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং সাধারণ শাখা তা নিশ্চিত করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২১	অভিযোগ নিষ্পত্তি	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান যে, অত্র অধিদপ্তরের ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি মাসের) অর্থবছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৯৮.০৫% **(জেলাভিত্তিক অগ্রগতি: সংযুক্তি-০৩)**। প্রতি	(ক) অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২।উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা-১০

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন ২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	থাকবে। (গ) পরবর্তি সভায় জেলাভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	(সকল জেলা)
২২	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল সূচকে ২য় কোয়ার্টারে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ৩য় কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল শাখায় ইউ.ও.নোট প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২৩ জেলার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। (খ) ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৩	কোভিড-১৯	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন ও পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রটোকলসহ সকল স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৪	১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক নিম্নোক্ত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন: ইতোমধ্যে ০৬টি জেলায় অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, এবং একটি জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন জমি নেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে মার্চ ২০২২-এর মধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হবে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগন সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করতে পারেন।	(ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমিগুলোর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) পরবর্তি সভায় প্রকল্প পরিচালক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প
২৫	"NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্প	"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOSHTRI)" স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৭৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা, বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৩৫% এবং ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৭২%। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১০ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।	(ক) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, "NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্প

চলমান পাতা- ১১

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
২৬	"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (জনাব আব্দুল মুমিন) জানান যে, প্রকল্পের আওতায় এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পিসিআর প্রনয়ণের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হবে। এছাড়াও, অত্র অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল কর্তৃক ৭১ টি কারখানার পরিদর্শন পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে ১৬টি, ঢাকায় ০৯টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বাকি ১৫টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কারখানাগুলো ৩১ মার্চ/২০২২ এর মধ্যে পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করতে হবে এবং জেলাভিত্তিক তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। প্রকল্প পরিচালক ও "নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প
২৭	আউটসোর্সিং লাইসেন্স নবায়ন প্রতিবেদন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, প্রধান কার্যালয় হতে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য থাকে না। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে এবং বিলম্ব হয়। আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সকল উপমহপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৮	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত অর্থ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত প্রয়োজন।	নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৯	প্রতিটি কারখানার জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, জেলা কার্যালয়গুলোতে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করার জন্য বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি কার্যালয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করেন মর্মে অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।	সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। মনিটরিং টিম
৩০	প্রতিটি কারখানার পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার জেলা কার্যালয়গুলোতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং কার্যক্রমটি চলমান থাকবে।	সকল জেলা কার্যালয় প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩১	ইপিজেড এবং	ইপিজেড এবং এসইপিজেড-এর কারখানাসমূহ	ইপিজেড এবং এসইপিজেড-	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ১২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	এসইপিজেড পরিদর্শন	বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করার জন্য মহাপরিদর্শক মহোদয় সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	এর কারখানাসমূহ বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করতে হবে এবং জেলা ভিত্তিক পরিদর্শনের তথ্য পরবর্তি সভার পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, টাস্কফোর্সের সভাগুলো নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে। দ্রুত একটি সভা আয়োজন করে টাস্কফোর্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হবে।	(ক) বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে (ফায়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল, স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্সের-এর অধীনে জেলাভিত্তিক কারখানার সংখ্যা এবং তন্মধ্যে কতটি কারখানার কার্যক্রম অনিষ্পন্ন রয়েছে, তা অনতিবিলম্বে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। (খ) টাস্কফোর্স পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অত্র দপ্তরের ০৯ (নয়) জন প্রকৌশলী পরবর্তি সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং টাস্কফোর্সের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ০৩। টাস্কফোর্সে নিয়োজিত প্রকৌশলী (সকল)
৩৩	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	জেলা কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং টিম-এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মহাপরিপরিদর্শক বলেন যে, ২০২২ সালের জন্য পরিদর্শন টিমসমূহের নতুন কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব দ্রুত নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মনিটরিং-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
৩৪	পরিদর্শকগণের পোশাক সংক্রান্ত	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, অধিদপ্তরের ইউনিফরম/ পোশাক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সর্বশেষ কাগজপত্রাদিসহ মহাপরিদর্শক এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের ১৫-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমান ইউনিফরমটি ডিবি পুলিশের অনুরূপ হওয়ায় এর মধ্যে দৃশ্যমান পরিবর্তন করে নতুন একটি ডিজাইন প্রস্তুত করে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, ২৩-১২-২০১৮ তারিখে নতুন একটি ইউনিফরম/কটি প্রস্তুত করে অত্র দপ্তর হতে প্রেরণ করা হলেও উক্ত নমুনায় কোন কপি এ দপ্তরে সংরক্ষিত নেই এবং এ সংশ্লিষ্ট আর কোন অগ্রগতি হয়নি। এমতাবস্থায়, নতুন	(ক) সভায় উপস্থিত সকল উপমহাপরিদর্শকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে কাপরের রং নির্বাচন করে নমুনা কটি/ইউনিফরম প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

চলমান পাতা- ১৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		ভাবে ইউনিফরম/কটি এর নমুনা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা যেতে পারে। পরবর্তিতে, উপস্থিত সকল সদস্যগণের নিকট হতে নমুনা কটি/ইউনিফরমের রং নির্ধারণের জন্য মতামত নেওয়া হয়।		
৩৫	সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব শাহিনুর রহমান জানান যে, সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অদ্যাবধি ৫১৭৯ টি (লক্ষ্যমাত্রা: ৫,১৫০ টি) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে **(জেলাভিত্তিক অগ্রগতি সংযুক্ত করা হলো)**।	(ক) সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয় ও এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। মোঃ শাহিনুর রহমান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৩৬	মামলা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত	মহাপরিদর্শক অত্র অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলা ও রীট মামলার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন এবং বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য বলা হয়।	(ক) চলমান মামলা তদারক করার জন্য প্রতিটি কার্যালয় হতে এক জন করে কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (খ) এ অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলা ও রীট মামলাসমূহের তথ্য-উপাত্ত পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। মোঃ মাসুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা ৩। ইফফাত আরা, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
৩৭	অডিট আপত্তি	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব ওহীদুর রহমান জানান যে, সর্বমোট ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২১টির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে। (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রসাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। মোঃ ওহীদুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩৮	তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণের ব্যাপারে আলোচনা হয়।	(ক) তথ্য প্রদান সহজীকরণ করার নিমিত্তে প্রধান কার্যালয়ের **প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা** এপিএ, রাজস্ব আয়, প্রশিক্ষণ, জনবল, বিভিন্ন কমিটিসহ প্রশাসন শাখা সংশ্লিষ্ট তথ্যের ক্যাটালগ হালনগাদ রাখবেন।	১। প্রকল্প পরিচালক (সকল) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সকল) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে

চলমান পাতা- ১৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			(খ) **সাধারণ শাখা** শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ, শ্রম বিষয়ক মামলা, লাইসেন্স, গণশুনানি, ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স, নিম্নতম মজুরি, নিয়োগবিধি, পরিদর্শনযোগ্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান, হেল্প লাইন, কারখানায় শ্রমিক সংখ্যাসহ শাখাসংশ্লিষ্ট তথ্যের ক্যাটালগ হালনগাদ রাখবেন। (গ) **সেইফটি শাখা** কারখানায় দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ, সেইফটি কমিটি ও সংস্কার সমন্বয় সেলসহ সেইফটি শাখাসংশ্লিষ্ট সকল তথ্যের ক্যাটালগ হালনাগাদ রাখবেন। (ঘ) **স্বাস্থ্য শাখা** শিশুশ্রম, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা, শিশুকক্ষ স্থাপনসহ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যের ক্যাটালগ হালনাগাদ রাখবেন। (ঙ) **প্রকল্প পরিচালকগণ** স্ব স্ব প্রকল্প বিষয়ক তথ্যের ক্যাটালগ হালনাগাদ রাখবেন। (চ) **আইসিটি সেল** ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ, তথ্য বাতায়ন ও আইটিসংশ্লিষ্ট তথ্যাবলির ক্যাটালগ হালনাগাদ রাখবেন। (ঘ) **আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল উপমহাপরিদর্শকগণ** স্ব স্ব কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের তথ্য ও পরিসংখ্যানের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতপূর্বক তা হালনাগাদ রাখবেন।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৩৯	বিডা	বিডা পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল তথ্য উপাত্ত সভায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।	এ বিষয়ে সকল তথ্যের অগ্রগতি প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

চলমান পাতা- ১৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৪০	বিবিধ	সভায় RCC, CAP প্রকল্প, ILO, NAP এবং EU Road Map বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা হয়।	(খ) RCC, CAP প্রকল্প, ILO, NAP এবং EU Road Map বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয় ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

২। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১-০৩-২০২২

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
chiefdife@gmail.com

স্মারক নং: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.২১- তারিখ: মার্চ ২০২২

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪-৭। প্রকল্প পরিচালক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠআন পরিদর্শন অধিদপ্তর

৮। জনাব সুকান্ত বসাক, সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **(পরবর্তি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো)**

৯-১২। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেদফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১৩-১৬। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান

চলমান পাতা-১৬

কার্যালয়, ঢাকা

১৭-৩৯। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪০। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪১। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন ও উন্নয়ন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪২। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৩। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৪। মোঃ শাহিনুর রহমান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৪৫। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৬। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪৭। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৮। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)/শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), (ফায়ার/ইলেক্ট্রিক্যাল/স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্স কমিটি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৯। অফিস কপি।

22/03/2022

(মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ)
উপমহাপরিদর্শক
(প্রশাসন ও উন্নয়ন)